145

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...24 DEC 1998 ... ...
পৃষ্ঠা: ৪ ... কলাম ... ৭ .....

চুরিবিদ্যা ও গুণধর শিক্ষককুল

চুরিবিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা। আমাদের 'বিবেকবান' শিক্ষককুল সেই বিদ্যা চর্চাই এতদিন নির্বিঘ্নে চালিয়ে আসছিলেন। মাঝপথে বাধ সাধলো বেরসিক শিক্ষা মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের এক সিদ্ধান্তেই চুরি বিদ্যায় কুশলী শিক্ষকগণ নাজেহাল হয়ে পড়েছেন। আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের ক্ষোভ বিরাগের বিষয়টিও প্রকাশ হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের গ্রাম-গঞ্জে, শহর-বন্দরে অসংখ্য বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শিক্ষক-কর্মচারীদের মূল বেতনের শতকরা ৮০ ভাগই সরকারি কোষাগার থেকে দেয়া হয়। এই সুযোগে বেশকিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ভুয়া বিল দাখিল করে সরকারি অর্থ হাতিয়ে নিতেন। শিক্ষা অধিদপ্তরের একশ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যোগসাজশেই পুণ্য কাজটি সম্পন্ন হতো। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক বিজ্ঞপ্তিতে সেটি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক শিক্ষক-কর্মচারীকে ব্যক্তিগত একাউন্টের মাধ্যমে সরকারি অনুদান তুলতে হবে। যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারী ব্যক্তিগত নামে ব্যাংক একাউন্ট খোলেননি তাদের সরকারি অনুদান বন্ধ করে দেয়া হবে।

সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে দেখা গেছে, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের যে তালিকা এতদিন সরকারের কাছে দাখিল করা হতো তার একটা বড় অংশই ভুয়া। সরকারের কাছে দেয়া হিসেবে দেখানো হতো যে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৩ লাখ ৪৯ হাজার ২শ' ৭৯ জন শিক্ষক-কর্মচারী কর্মরত আছেন। কিন্তু কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখা গেছে এর মধ্যে ২৭ হাজার ৯শ' ৭৮ জনই ভুয়া। অথচ এদের নামে নিয়মিত বিল তুলে বছরে প্রায় ১শ' কোটি টাকার সরকারি অর্থ তসরুপ করেছেন সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে গত মাসে সার্কুলার জারি হওয়ার পর প্রকৃত শিক্ষক-কর্মচারীরা ব্যক্তিগত ব্যাংক একাউন্ট খোলার পর ভুয়া শিক্ষকদের তালিকা প্রকাশ হয়ে পড়ে। কেননা ভুয়া শিক্ষকদের তালিকা প্রণয়ন যত সহজ, তাদের নামের ভুয়া ব্যাংক একাউন্ট করা তত সহজ নয়। এ নিয়ে একশ্রেণীর শিক্ষক- কর্মচারী ক্ষোভও প্রকাশ করেছেন। তাদের মতে এটা হলো মহান শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত মহোত্তম ব্যক্তিদের অযথা হয়রানি। আসলে এসব বাহানা তুলে নাকি তারা নিজেদের অপরাধ ঢাকতে চান। কৃত অপরাধের শাস্তি যাতে তাদের না পেতে হয় সেজন্য শিক্ষকরা বিভিন্ন মহলে ধরনা দিয়েও বেড়াচ্ছেন। এরা শিক্ষক নন, শিক্ষক নামের কলংক।

সরকার ভুয়া শিক্ষকদের অনুদান বন্ধ করে দিয়েছেন। এটি অবশ্যই প্রশংসনীয় কাজ। কিন্তু সেই সঙ্গে এই ভুয়া বিল দাখিল ও অনুমোদনের কাজে যারা জড়িত ছিলেন তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। আইনের মারপ্যাচে যেনো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা রেহাই না পান সে ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে সতর্ক থাকতে হবে। ভুয়া শিক্ষকদের হদিস না পাওয়া গেলেও তাদের নামে যারা সরকারি অনুদান তুলেছেন, যারা সেই অনুদান তুলতে সাহায্য করেছেন তাদের ধরা মোটেই কঠিন নয়। সরকার তথা জনগণের অর্থ আত্মসাৎ করার অধিকার কারো নেই, এমনকি শিক্ষাব্রতী শিক্ষকদেরও নয়।